USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WINROCK INTERNATIONAL

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

পরিবেশবান্ধব পর্যটনঃ রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায় এবং ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া

(মাঠ পর্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের জন্য)

Training Manual on Eco tourism : Entry Fee Revenue Sharing and Collection Mechanism in Protected Area

(For Field level Selected CMO's Members)

আগষ্ট, ২০১৪

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

মৎস্য অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

পরিবেশবান্ধব পর্যটন : রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায় এবং ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা

(মাঠ পর্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের জন্য)

প্রকাশক	ঃ	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প
সরকারী পার্টনার	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর
রচনা ও সংকলন	ঃ	এম. এ. ওয়াহাব ইলোরা শারমীন
সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান	ঃ	রফিকুল ইসলাম রফিকা সুলতানা পারভেজ কামাল পাশা
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	আগষ্ট, ২০১৪
কপি রাইট	ঃ	ক্রেল প্রকল্প
প্রচ্ছদ ডিজাইন	ঃ	মোঃ জব্বার হোসেন
অর্থায়ন	ঃ	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

এই প্রকাশনাটি আমেরিকার জনগণের পক্ষে ইউএসএআইডি-র আর্থিক সহায়তায় করা। এতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই উইনরক ইন্টারন্যাশনালের। এর সাথে আমেরিকার সরকার বা ইউএসএআইডি-র মতের মিল নাও থাকতে পারে

মুখবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকা। বাংলাদেশের রক্ষিত বন, জলাভূমি এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য নিসর্গ ও আইপ্যাক প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০১২ সাল থেকে ইউএসআইডি এর অর্থায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর এর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প।

রক্ষিত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রাম সংরক্ষক ফোরামের (ভিসিএফ) সদস্যবৃন্দ, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন কনজারভেশন কমিটি (ইউসিসি), পিপলস ফোরাম (পিএফ), সম্পদ ব্যবহারকারী দল (আরইউজি) এবং নিসর্গ সহায়ক (এন.এস) দের রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহজে বোধগম্য হয় এমন একটি ম্যনুয়ালের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় আর সে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ ম্যনুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে । মাঠ পর্যায়ের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের সামর্থতা বৃদ্ধি মূলত প্রকল্পের লক্ষ্য সাধনে ও অর্জনে অবদান রাখবে এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাজে অংশগ্রহণে প্রনোদিত করবে।

এই ম্যনুয়ালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে খুব সহজ ও সাধারণ ভাষায় বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে একজন প্রশিক্ষক সহজে ও সাচ্ছন্দ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারবেন। সরকার কর্তৃক প্রণয়নকৃত এন্টি ফি গাইড লাইন থেকে এই প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো নিয়ে এই ম্যনুয়াল উন্নয়ন করা হয়েছে। ম্যনুয়ালটিতে ৮টি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন ৩টি মডিউলে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম মডিউলে, প্রারম্ভিক অধিবেশনসহ ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় মডিউলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন এবং তৃতীয় মডিউলে প্রশিক্ষণের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যনুয়ালটি রচনা ও সংকলন করেছেন- ক্রেল প্রকল্পের এম.এ.ওয়াহাব ও ইলোরা শারমীন এবং সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন- ক্রেল প্রকল্পের পারভেজ কামাল পাশা ও বন অধিদপ্তরের রফিকুল ইসলাম ও রফিকা সুলতানা এবং যারা বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছেন তাঁদের সকলকে সহযোগীতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা আশা করি, এই ম্যনুয়াল থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন।

জন এ ডর, পিএইচডি
ডেপুটি চিফ অফ পার্টি
ক্রেল প্রকল্প

“পরিবেশবান্ধব পর্যটন ঃ রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায় এবং ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা” প্রশিক্ষণ

(Training on Eco tourism : Entry Fee Revenue Sharing and Collection Mechanism in Pretected Area)
(মাঠ পর্যায়ের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের জন্য)

প্রশিক্ষণ অধিবেশন সূচী

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ----------------------------------- **তারিখ ঃ --------------**

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৮ঃ৪৫-০৯ঃ০০	নিবন্ধন গ্রহন	নিবন্ধন ফরম	ফেসিলিটের
০৯ঃ০০-০৯ঃ৩০	**প্রারম্ভিক অধিবেশন ঃ** স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন ও সূচনা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচিতি। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই	আলোচনা, দ্বৈত/একক পরিচয়, ভিপ কার্ড, পোষ্টার প্রদর্শন	
০৯ঃ৩০-০৯ঃ৪৫	**অধিবেশন-১ঃ** ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
০৯ঃ৪৫-১০ঃ১৫	**অধিবেশন-২ঃ** জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন	আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন (পিপিপি)/ ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১০ঃ১৫-১১ঃ৪৫	**অধিবেশন-৩ ঃ** রক্ষিত এলাকা, ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, পর্যটন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপ, রক্ষিত এলাকা ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয় এবং রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য নিয়মাবলি এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও পর্যটক ব্যবস্থাপনা	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১১ঃ৪৫-১২ঃ০০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ফেসিলিটের**
১২ঃ০০-১৩ঃ০০	**অধিবেশন-৪ঃ** রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা, রাজস্ব আদায় ও বন্টনের জন্য প্রণয়নকৃত নির্দেশিকার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৩ঃ০০-১৩ঃ৩০	**স্বাস্থ্য বিরতি ও দুপুরের খাবার**	**অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা**	**ফেসিলিটের**
১৩ঃ৩০-১৪ঃ৩০	**অধিবেশন-৫ঃ** রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া, রাজস্ব জমা	আলোচনা, পিপিপি/ ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৪ঃ৩০-১৫ঃ৩০	**অধিবেশন-৬ঃ** অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ, বাজেট প্রাক্কলন, বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন, অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র	আলোচনা, পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৫ঃ৩০-১৬ঃ৩০	**অধিবেশন-৭ঃ** অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৬ঃ৩০-১৬ঃ৪৫	**স্বাস্থ্য বিরতি ও চা পান**	**অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ**	**ফেসিলিটের**
১৬ঃ৪৫-১৭ঃ১৫	**অধিবেশন-৮ ঃ** নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন	পিপিপি/ফ্লিপ চার্ট, প্রশ্ন ও উত্তর	
১৭ঃ১৫-১৭ঃ৪৫	**সমাপনী অধিবেশন ঃ** প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ঘোষনা	মূল্যায়ন ফরমেট, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	

সূচিপত্র

প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের নির্দেশিকা		১
প্রারম্ভিক অধিবেশন	নিবন্ধন গ্রহণ ,স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন ও সূচনা এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিচিতি। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য । অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই	৩
মডিউল - ১		
অধিবেশন ১	ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	৫
মডিউল - ২		
অধিবেশন ২	জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন	৮
মডিউল - ৩		
অধিবেশন ৩	রক্ষিত এলাকা, ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, পর্যটন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপ, রক্ষিত এলাকা ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়, রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য নিয়মাবলি এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও পর্যটক ব্যবস্থাপনা	২০
অধিবেশন ৪	রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা, রাজস্ব আদায় ও বন্টনের জন্য প্রণয়নকৃত নির্দেশিকার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ	২৮
অধিবেশন ৫	রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও রাজস্ব জমা	৩২
অধিবেশন ৬	অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ, বাজেট প্রাক্কলন, বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন, অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র	৩৬
অধিবেশন ৭	অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা	৪০
অধিবেশন ৮	নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন	৪২
সমাপনী অধিবেশন	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ঘোষনা	৪৪
সংযোজনী -১	নিবন্ধন পত্র	৪৬
সংযোজনী -২	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী শিখন যাচাই পত্র	৪৭
সংযোজনী -৩	প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই পত্র	৪৮
সংযোজনী -৪	প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন পত্র	৪৯

Table of content

Instraction of the use of training module		1
Introductory session	Registration, Welcome Speech, Inogoration, And Create suitable training environment, Self introduction of each participents, Objective of the training, Expectation from the training.	3
Module – 1		
Session 1	Brife Introduction to CREL	5
Module – 2		
Session 2	Climate Resilient Livelihood	8
Module – 3		
Session 3	Protected Area, Ecoturism & its objectives , Tourism, Eco friendly tourism, Steps of eco-friendly protected area, Do's and Don't do's when travel in protected area, and Some instractions for tourist to travel in PA's , Management of Ecotourism and ecotourist	20
Session 4	Rationale of Revenue allocation in PA, Objective & application of guidelines formulated for revenue collection and sharing	28
Session 5	Revenue collection, Fee collection process and Revenue deposit	32
Session 6	Allocation of collected revenue, Budget estimation, Budget allocation and disbursement, Scope of using grants	36
Session 7	Audit for expenditure of grants	40
Session 8	Review of Revenue Guidelines and its revision	42
Closing Session	Training Evaluation, Closing ceromony.	44
Annex -1	Registration Form	46
Annex -2	Pre Training Learning Assessment Form	47
Annex-3	Post Training Learning Assessment Form	48
Annex-4	Post Training Evaluation Form	49

প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল ব্যবহারের নির্দেশিকা

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য :

- প্রশিক্ষণার্থীরা CREL এর কর্মকান্ড সম্পর্কে জানবেন
- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন
- রক্ষিত এলাকা, পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ফলে সম্ভাব্য সুবিধাসমুহ বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন
- রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য জানবেন
- অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ, বাজেট প্রাক্কলন, বরাদ্দ ও বন্টন সম্পর্কে জানবেন
- অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র ও ব্যয়ের নিরীক্ষা সম্পর্কে জানবেন
- পরিবেশবান্ধব পর্যটক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন

অংশগ্রহণকারী :

- নির্বাচিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন, গ্রাম সংরক্ষক ফোরাম, ইউনিয়ন কনজারভেশন কমিটি (ইউসিসি), পিপলস ফোরাম (পিএফ), সম্পদ ব্যবহারকারী দল (আরইউজি) এর সদস্যবৃন্দ এবং নিসর্গ সহায়ক (এন.এস)

প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ :

- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন
- রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপসমূহ এবং সেখানে ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়
- রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব আদায়, বন্টন ও জমার প্রক্রিয়া
- অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ, বাজেট প্রাক্কলন, বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন, অনুদান ব্যবহার ও ব্যয়ের নিরীক্ষা

সময়সীমা :

- ১ (এক) দিন এবং কমপক্ষে ৮ ঘন্টা

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা :

- ২০-২৫ জন উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়

বিভিন্ন অধিবেশনে পদ্ধতির ব্যবহার :

- দলীয় আলোচনা ও উন্মুক্ত আলোচনা
- প্রশ্ন-উত্তর
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন্
- চার্ট প্রদর্শন

সহায়ক / প্রশিক্ষক হবেন :

- সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা, ক্রেল প্রকল্পের কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠা থেকে নির্বাচিত প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র / ভেন্যু :

- সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সহায়কের জন্য কিছু টিপস্ :

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানান এবং কুশল বিনিময় করুন
- সবার বসার জন্য স্থান ও পরিবেশ তৈরি করুন এবং সবাই ঠিকভাবে চক্রাকারে বসতে পেরেছেন কিনা নিশ্চিত হোন
- সেশন প্ল্যান (পাঠ পরিকল্পনা) অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করুন
- অধিবেশনের শুরুতে আলোচ্য অধিবেশনের শিরোনাম বলুন
- সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু/তথ্য উপস্থাপন করুন
- তথ্য ও পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়িকায় দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করুন
- আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শুনুন
- অধিবেশন শেষে আলোচনার সার-সংক্ষেপ করুন এবং করণীয় নির্ধারণ করুন
- পরবর্তী অধিবেশনের আলোচ্য সময় ও স্থান সম্পর্কে জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন
- পূর্ববর্তী অধিবেশনের ওপর পুনরালোচনা দিয়ে শুরু করুন

প্রশিক্ষণ পূর্ব ও পরবর্তী শিখন যাচাই পদ্ধতি :

- প্রারম্ভিক অধিবেশন চলাকালীন সময় অথবা পরে প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই পত্রটি অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে এবং তাঁরা সেটি পূরণ করার পর, সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই পত্রটি গ্রহণ করবেন
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই গ্রহণ করতে হবে
- সহায়কের জন্য শিখন যাচাই পত্রের নমুনা সংযোজনী -২ ও ৩ এ দেয়া হল

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতি :

- প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন যাচাই এর জন্য সংযোজনী-৪ এ দেয়া নমুনাটি ব্যবহার করা যেতে পারে
- এক্ষেত্রে, নমুনাটি একটি পোষ্টার কাগজে লিখে বোর্ডে ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং বোর্ডটি প্রশিক্ষণার্থীদের দিকে উল্টা করে রাখতে হবে যাতে সবাই দেখতে না পায়
- এরপর একজন একজন করে প্রশিক্ষণার্থীকে উক্ত বোর্ডের কাছে এনে তাঁর নিজের মতামতটি উল্লেখ্য করতে বলতে হবে
- প্রশিক্ষণার্থী তাঁর মতামত প্রদানের ঘরে ‘দাগ’ (/) দিয়ে চিহ্নিত করবেন। যেমন: ১০জন প্রশিক্ষণার্থী তাঁদের মত দিলেন-

নং	বিষয়	ভালভাবে পূরণ হয়েছে	মোটামুটি পূরণ হয়েছে	পূরণ হয়নি
১	প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে	/////	///	//

প্রারম্ভিক অধিবেশন

নিবন্ধন গ্রহন,স্বাগত বক্তব্য,উদ্বোধন, কোর্স পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচয় পর্ব ও প্রত্যাশা যাচাই

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- একে অন্যের সাথে পরিচিত হবেন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ সূচী জানবেন
- প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে সামর্থ্য হবেন
- জড়তা কাটিয়ে প্রশিক্ষণে সাবলিল ভাবে অংশগ্রহণ করবেন

পদ্ধতি : উন্মুক্ত আলোচনা, পোষ্টার প্রদর্শন, ভিপ কার্ড ও প্রত্যাশা যাচাই

উপকরণ : পোষ্টার পেপার, মার্কার, ভিপ কার্ড

প্রশিক্ষকের করণীয় :

- এই অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন গ্রহন করবেন (নিবন্ধন পত্রের নমুনা সংযোজনী-১ এ দেয়া হল)
- সহায়ক সরকারী বা বেসরকারী কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দিয়ে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করাবেন
- সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীগণের বোঝার সক্ষমতা অনুযায়ী পছন্দ মত একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করবেন
- অংশগ্রহণকারীদের জড়তা কাটাতে ছোট ছোট খেলা দেয়া যেতে পারে; যেমন-
  - → সহায়ক তার পছন্দমত অংশগ্রহণকারীদের ২জন করে জোড় গঠন করে দিবেন এবং উক্ত জোড় পরস্পরের নাম ও একটি করে ব্যক্তিগত কথা জানবেন এবং পরে সবার কাছে উপস্থাপন করবেন
  - → এতে, অংশগ্রহণকারীরা পরস্পর কথা জানতে পারবেন- একে অপরের প্রতি আন্তরিক হবেন
  - → এইভাবে পরিচিত হবার পর তাঁদের জড়তা কেটে যাবে এবং প্রশিক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণসূচী ব্যাখ্যা করবেন
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেককে একটি ভিপ কার্ড দিয়ে অথবা উন্মুক্তভাবে প্রশ্ন করে তাঁদের প্রত্যাশা জানবেন
- সকলের প্রত্যাশাগুলো শ্রেণী অনুযায়ী বোর্ডে ঝুলিয়ে দিবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্ত করবেন
- এই অধিবেশনের এক পর্যায়ে সহায়ক প্রশিক্ষণের পূর্ব শিখন যাচাই করবেন (শিখন যাচাই এর নমুনা সংযোজনী-২ এ দেয়া আছে)

প্রত্যাশা যাচাই :

- প্রশিক্ষণের শুরুতে এই কোর্স থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা যা প্রত্যাশা করে তা জিজ্ঞাস করে সহায়ক একটি পোষ্টার কাগজে লিখে নিবেন
- সহায়ক, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশাগুলো লেখা কাগজটি প্রশিক্ষণের শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখবেন

মডিউল ১
ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য :

- ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- ক্রেলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবেন
- ক্রেলের কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো

প্রধান আলোচ্য বিষয় :

- ক্রেল প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি
- ক্রেলের কার্যক্রম
- প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার ও পরিধি

অধিবেশন - ১

ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

সময় : ১৫ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- ক্রেল প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি তা বলতে পারবেন
- ক্রেল প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন
- ক্রেল প্রকল্প কোথায় কোথায় পরিচালিত হচ্ছে ও প্রকল্পের সময়সীমা বলতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	ক্রেল প্রকল্প সূচনা ও পটভূমি	১০মি.	বক্তৃতা , চার্ট প্রদর্শন	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০২	ক্রেল প্রকল্পের উদ্দেশ্য			
০৩	ক্রেল প্রকল্পের কর্মসূচি			
০৪	ক্রেল প্রকল্প কোথায় পরিচালিত হচ্ছে ও প্রকল্পের মেয়াদ সীমা			
০৫	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫মি.	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন
- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান তাঁরা ক্রেল প্রকল্প সম্পর্কে কি জানেন?
- তাঁদের ধারণা শুনে নীচে দেয়া বিষয়গুলো উপস্থাপন করুন

ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি

- ক্রেল হলো ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন) প্রকল্প
- ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে ক্রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় মার্চ ২৭, ২০১৩ সালে
- পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হবে
- ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (MACH) প্রকল্প" এবং বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP)" ও "সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (IPAC) প্রকল্প " প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তথা সহ-ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ক্রেল প্রকল্প এই সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলকে আরো জোড়দার করবে

ক্রেল প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. প্রতিবেশ ও রক্ষিত এলাকাগুলো সংরক্ষণে সফল সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলের উন্নয়ন (Scale up) ও এর সাথে খাপ খাওয়ানো (Adapt)
২. বাংলাদেশের বন ও জলাভূমিগুলো রক্ষা করা
৩. সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রক্ষা করা
৪. জীববৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ হ্রাস করা
৫. বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে অভিযোজন
৬. জীবিকার উন্নতিসাধন
৭. সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এলাকা বাড়ানো এবং স্থানীয় জনগণকে সুবিধা প্রদান
৮. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান
৯. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমর্থন যোগানো

ক্রেলের কার্যক্রম

- প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের সুশাসনে উন্নতি সাধন
- স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো
- জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অভিযোজনের পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন জোড়দার করা
- জীবিকায়ন এর উন্নতি ও বৈচিত্র্যতা আনা (যা জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও সহিষ্ণু হবে)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার

- পাঁচ বছর মেয়াদি (অক্টোবর,২০১২ - সেপ্টেম্বর, ২০১৭) প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি / বাংলাদেশ
- উইনরক ইন্টারন্যাশনার ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের (বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ৪টি অঞ্চলের সমাজভিত্তিক সংগঠন) কারিগরী সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে

ক্রেলের পরিধি

- ৩৬টি রক্ষিত এলাকা/সাইট (বনভূমিঃ ২২টি, জলাভূমিঃ ৯টি, ইসিএঃ ৫টি)
- ৩৬টি রক্ষিত এলাকায় ৪টি রিজিওনাল অফিস
- ৬৬টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন (সিএমওঃ ২৭টি, সিবিওঃ ১৩টি, সিবিও উপজেলা কমিটিঃ ৩টি, উপজেলা ইসিএ কমিটিঃ ৮টি এবং ইউনিয়ন ইসিএ কমিটিঃ ১৫টি)

উন্মুক্ত আলোচনা

প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান-

- ক্রেল প্রকল্প লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ?
- ক্রেল প্রকল্পের কর্মসূচিগুলো কি কি ?
- ক্রেল প্রকল্প কোথায় কোথায় পরিচালিত হচ্ছে ?

মডিউল ২

জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন

উদ্দেশ্য :

- প্রশিক্ষণার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন ও এর কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন
- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন

প্রধান আলোচ্য বিষয় :

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও এর অভিঘাত
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন
- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের জন্য করণীয়

অধিবেশন-২

জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- জলবায়ু পরিবর্তন ও এর কারণ সম্পর্কে জানবেন
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও ফলাফল সম্পর্কে জানবেন
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন
- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের জন্য করণীয় সম্বন্ধে জানবেন
-

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত/ প্রভাব ও ফলাফল, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের জন্য করণীয় বিষয়	২৫ মি	বক্তৃতা, দলীয় আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, প্রশ্ন ও উত্তর	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া, পোষ্টার পেপার, বোর্ডপিন
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	০৫ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন
- আলোচনার পূর্বে জানতে চান- জলবায়ু পরিবর্তন কি? কেন হয় ? জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতগুলো কি কি ? এর ফলাফল কি কি হতে পারে? জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন বলতে তাঁরা কি জানেন এবং জীবিকাকে জলবায়ু সহিষ্ণু করার জন্য করণীয়সমূহ কি কি হতে পারে?
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাঁদের মতামত জেনে নেবার পাশাপাশি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন

জলবায়ু পরিবর্তন কি?

কোন স্থানের আবহাওয়ার যখন দীর্ঘ সময় ধরে (সাধারণত ২৫-৩০ বছর বা তার বেশি সময়ব্যাপী) ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। এই পরিবর্তনের ধারাটি কমপক্ষে ৩০ বছর হলে তা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করা হয় (সূত্র : আইপিসিসি)

জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত ও ধীর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া/ঘটনা, যা মানুষের কর্মকান্ডে প্রভাবিত হয়ে দ্রুততর হয়

জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন ক্ষতিসাধন করছে, তেমনি মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি, মৎস্য, বনভূমি ,জলাভূমি, পরিবেশ, গবাদিপশুসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে

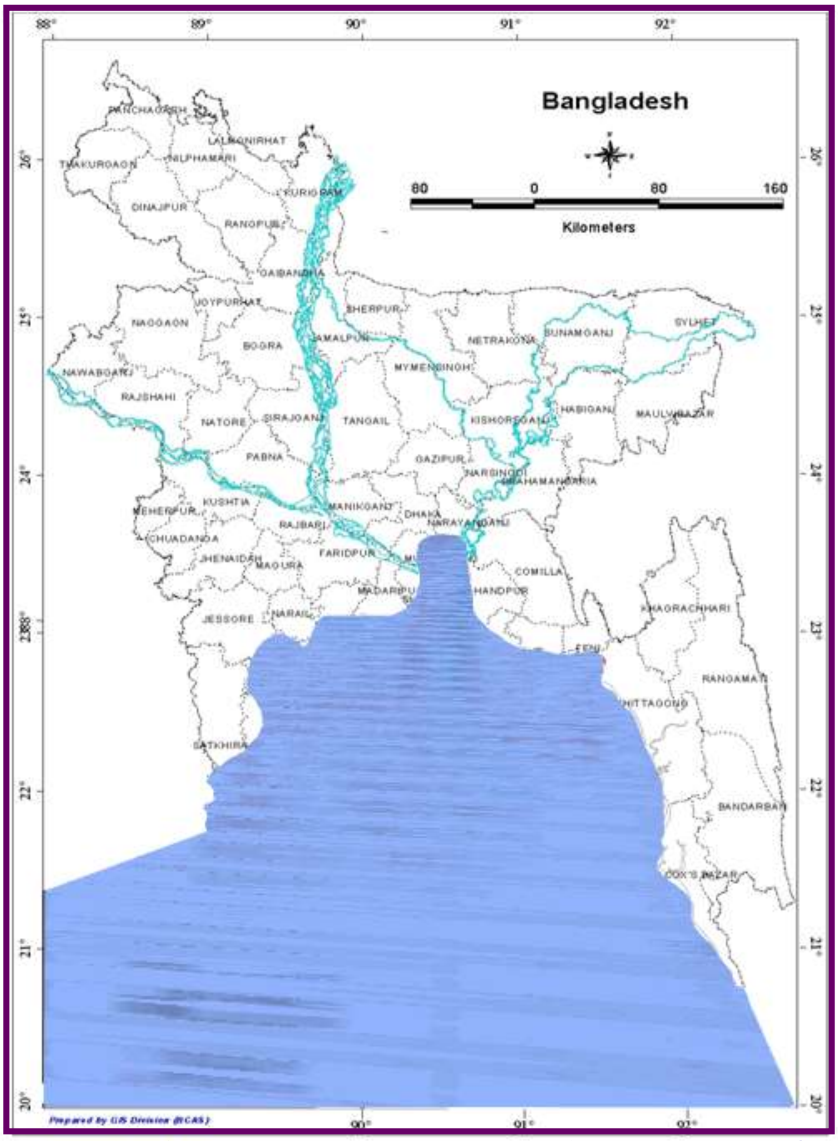

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বেশী পড়ে (সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে ধারণা করা হয় দেশের উপকূলীয় এলাকাসহ অন্যান্য এলাকা ডুবে যাবে ও লোনাপানি সহজে প্রবেশ করবে)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

প্রধানত দু'টি কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে থাকে

মানুষের কর্মকান্ডের কারণে

- গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ (বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড)
- বনাঞ্চল ও জলাভূমির অবক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস
- ইট ভাটা স্থাপন ও ইট পোড়ানো
- ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্প-কারখানা স্থাপন
- অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার
- অতিরিক্ত ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের ব্যবহার, ইত্যাদি

গাছ কাটা

ইটের ভাটা ও ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন

ইঞ্জিন চালিত যানবাহন

গ্রীন হাউস প্রভাব এর রেখাচিত্র

প্রাকৃতিক কারণে

- সৌর শক্তির তারতম্য
- ভূমিকম্প
- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত/প্রভাব ও ফলাফল

অভিঘাত/ প্রভাব	ফলাফল
তাপমাত্রার পরিবর্তন	• তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে • ঘন ঘন তাপদাহ হচ্ছে • মানুষ ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্যহানী হচ্ছে • কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে
অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	• কৃষি ও মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে • খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে
লবণাক্ততা বৃদ্ধি	• কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে ও কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে • সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে • রোগ-বালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে • চাষের মাছ ও গৃহপালিত জীবজন্তু রোগাক্রান্ত হচ্ছে
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	• লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে • প্যারাবনের গাছ মারা যাচ্ছে • কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে • মানুষ তাঁর আবাসস্থল হারাচ্ছে
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রবলতা ও সংঘটনের হার বৃদ্ধি	• বন্যা ও জলাবদ্ধতা হচ্ছে • মানুষ ও গবাদিপশুর মৃত্যু হচ্ছে • সম্পদের হানি হচ্ছে • বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে • কাজের ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে
ঘন ঘন বন্যা	• জলাবদ্ধতা হচ্ছে • কৃষি ফসল নষ্ট হচ্ছে • রোগ-বালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে • সুপেয় পানির উৎস নষ্ট হচ্ছে

জলোচ্ছ্বাস

ঘূর্ণিঝড়ের পরে বিনষ্ট ঘর-বাড়ী

ঘূর্ণিঝড়ের পরে বিনষ্ট শস্যক্ষেত

বন্যা

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত/প্রভাব ও ফলাফল

অভিঘাত/ প্রভাব	ফলাফল
খরা	• কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে • কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে • ঘের ও পুকুরের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে • সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে
নদীর কূল ভাঙ্গন	• আবাসস্থল ও কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে • মানুষ নিজের এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে
জলবায়ু শরণার্থী	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা তাঁদের নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বা স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে তারাই জলবায়ু শরণার্থী। সাধারণতঃ নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে মানুষ স্থানান্তরিত হয়, ফলে- • দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে • মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে • পেশা পরিবর্তন বা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে • অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে
অন্যান্য (স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা, পানি নিরাপত্তা	• পতঙ্গ ও পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে (যেমন- ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া ইত্যাদি) • মানুষের হৃদরোগ ও শ্বাসতন্ত্রের রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে • অপুষ্টিতে ভুগছে • কৃষি উৎপাদন কমার ফলে মানুষের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে • শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে • জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে • সুপেয় পানির অভাব হচ্ছে

খরায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষিক্ষেত

নদী ভাঙ্গন

জলবায়ু শরণার্থী

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজন কৌশলাদি

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট অভিঘাতের (ঝুঁকি ও দুর্যোগ নিমিত্ত পরিস্থিতির) সাথে কার্যকর ভাবে খাপ-খাওয়ানো ও ঝুঁকি হ্রাসের কার্যক্রমকে অভিযোজন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, অভিযোজন হলো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া
- অভিযোজনের মাধ্যমে বিপন্ন মানুষ তার বিপন্নতা কমায়
- অভিযোজনের জন্য মানুষ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন করে থাকে

সব্জি চাষের জন্য জমি উঁচু করা

পুকুরের চারদিকে নেট দিয়ে ঘেরা

বাড়ী উঁচু করে বানানো

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ

ভাসমান পদ্ধতিতে সব্জি চাষ

টিউবওয়েল উঁচুতে স্থাপন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজন প্রক্রিয়া ও কৌশলাদি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রভাব / অভিঘাত সমূহ	অভিযোজন বা খাপ-খাওয়ানোর কৌশল
বন্যা ও জলাবদ্ধতা	• বাড়ীর ভিটা ও রাস্তা উঁচু করে বানানো • রাস্তা ও বাঁধের দুইপাশে ভাঙ্গন রোধে জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু গাছ লাগানো • বন্যা সহিষ্ণু ফসলের চাষ করা • টিউবওয়েলের পাড় উঁচু করা বা উঁচুতে স্থাপন করা • পুকুর ও ঘের এর পাড় উঁচু করা ও নেট দিয়ে ঘেরা • বাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জি চাষের জন্য জমি উঁচু করা • ভাসমান পদ্ধতিতে সব্জি চাষ করা
খরা	• খরা সহিষ্ণু গাছ লাগানো • খরা সহিষ্ণু ফসলের চাষ • নালা কেটে পানি আনা • বৃষ্টির সংগৃহিত পানি ব্যবহার করা
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	• বাড়ীর চারপাশে, রাস্তা ও বাঁধের দুইপাশে স্থানীয় জাতের-বেশী ডালপালা সমৃদ্ধ গাছ লাগানো • বাড়ীর ভিটা , রাস্তা ও বাঁধ উঁচু করে বানানো • মূল্যবান সম্পদ (যেমন-দলিল, টাকা, গয়না) পলিথিন দিয়ে মুড়ে মাটির নীচে পুতে রাখা
লবণাক্ততা বৃদ্ধি	• বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করা • লবন সহিষ্ণু জাতের ফসল চাষ করা • মিঠা পানির পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করা

জলবায়ু সহিষ্ণু ভাসমান সব্জি চাষ ও সমন্বিত (মাছ-সব্জি-হাঁস/মুরগী) চাষ

জলবায়ু পরিবর্তনে প্রশমন

যেসব কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে - তা বন্ধ করার বা কমানোর প্রক্রিয়াকে প্রশমন বলে

কার্বন ডাইঅক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন বন্ধ করে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমন করা যায়

সহজভাবে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের প্রধান উপায় হল প্রশমন

বনভূমি সংরক্ষণ

জলাভূমি সংরক্ষণ

সৌর শক্তির ব্যবহার

উন্নত চুলার ব্যবহার

- গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে শোষণ করে কার্বন আবদ্ধ করে রাখে, ফলে বিশ্বের উষ্ণায়ন প্রশমিত হয়। একটি অক্ষত বনে ৭৪% কার্বন পাতা ও কান্ডে, ১৬% শিকড়ে ও ১০% মাটিতে আবদ্ধ থাকে। ম্যানগ্রোভ বন অন্যান্য বনের চেয়ে ৩ গুন বেশী কার্বন আবদ্ধ করতে পারে
- বন ও গাছ অক্সিজেন নির্গত করে বাতাসে সরবরাহ করে প্রাণীকূলের জীবন রক্ষা করে এবং পানি নিঃসরণ করে আবহাওয়া ও বাতাস ঠান্ডা রাখে, ফলশ্রুতিতে মেঘ ঘণিভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়
- গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ বৃক্ষরোপন, জলাভূমি ও বনভূমি সংরক্ষন, উন্নত চুলার, সৌরশক্তি, এনার্জি সেভিংস বাল্ব ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন হয়
- পৃথিবীতে সমুদ্র সবচেয়ে বেশী কার্বন শোষণ করে থাকে। প্রায় ৯৩% কার্বন সামুদ্রিক শেঁওলা, উদ্ভিদ ও কোরাল দ্বারা শোষিত হয়ে জমা থাকে
- বনভূমির চেয়ে জলাশয় (সমুদ্র) প্রায় ১৫ গুন বেশী কার্বন আবদ্ধ করে রাখে

জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের জন্য কয়েকটি করণীয় বিষয়:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে প্রতিবেশ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তথা আমাদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমিকে সবাই মিলে রক্ষা করতে হবে। জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের জন্য আমাদের করণীয় কয়েকটি বিষয় হল:

বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে

- পরিকল্পিত ভাবে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বেড়ী বাঁধ, অব্যবহৃত জমিতে দেশীয় ও স্থানীয় প্রজাতির ফলজ ও কাষ্ঠল গাছ লাগাতে হবে, এর ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি জীবিকায়ন নিশ্চিত হবে এবং ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস-খরা-লবণাক্ততার হাত থেকে প্রতিবেশ ও জন-জীবন রক্ষা পাবে
- গাছের চারা উৎপাদনের জন্য পলিথিনের ব্যাগ পরিহার করতে হবে এবং এর পরির্বতে চটের ব্যাগে কিংবা পচনযোগ্য পলিপ্রপাইলিন (পিপি) ব্যাগে চারা উৎপাদন করতে হবে

কৃষি কাজের ক্ষেত্রে

- কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরা শক্তি কালক্রমে কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে জমি ফসল ফলানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে বলে ফসলের উৎপাদন কমে যায় ও কৃষকরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার, কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করে ও ধঞ্চে চাষ করে জমিতে মিশিয়ে দিলে কালক্রমে জমির উবর্রা শক্তি বাড়ার পাশাপাশি মাটির গুণগত মান বেড়ে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
- কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক ও বালাইনাশক ফসলের ক্ষতিকারক পোকা মারার পাশাপাশি অনেক উপকারি পোকা ও কেঁচো মেরে ফেলে। এসব রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির পানি ও সেচের পানির সাথে মিশে পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের পানিতে মিশে গেলে সেখানকার কীট-পতঙ্গ, শামুক, কাঁকড়া, মাছের পোনা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে ফসল ও মাছের উৎপাদন কমে যায় এবং জীবিকায়ন ক্ষতিগ্রস্থ করে
- কীটনাশক এর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ শস্য, সব্জি, মাছ , মাংস ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হবার পাশাপাশি মৃত্যুও হয়। রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে কীট-পতঙ্গ দমন করা যায়। নিমপাতার রস ব্যবহার, ফসলের জমিতে ডাল পুতে রাখা যেন পাখি সেখানে বসে পোকা খেতে পারে, ফেরোমেন ট্রাপ ও আলোর ফাঁদ ব্যবহার ইত্যাদি জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বালাই দমন করা যায়
- বালাই দমনের জন্য এক জমিতে পালাক্রমে নানা রকমের ফসল আবাদ ও সমন্বিত চাষপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থা (আইপিএম) গ্রহন করতে হবে। এর জন্য গো চোনা, ছাই, চাপাতা, নিমপাতা, নিমবীজ, তামাক, আতাবীজ, বিষকাঁঠালি পাতা ভেজানো পানি ছিটানো যায়
- অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ফসল ও ধানের জাত (যেমন- লবন সহিষ্ণু বিনাধান-৯৭, বিনাধান-১০ ইত্যাদি; খরা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু বিনাধান-১১, বিনাধান-১২ ইত্যাদি জাত) চিহ্নিত করে চাষের জন্য এর ব্যবহার বাড়াতে হবে
- আগাম বন্যার ক্ষতি থেকে ফসল বাঁচাতে স্বল্প মেয়াদের বোরো ধানের জাত চাষ করা। যেমন - ব্রিধান - ২৮ ও ব্রিধান - ৪৫ জাতের বোরো ধান এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে পাকে ফলে, আগাম বন্যার কমপক্ষে ২ সপ্তাহ আগেই কৃষক ধান কেটে ফেলতে পারে
- জাতভেদে সঠিক সময়ে চারা রোপন করলে ফসল রক্ষা করা সম্ভব। এলাকা বিশেষে বোরো ধানের পরিবর্তে ভুট্টা বা আলু চাষ করে পরবর্তীতে ঐ জমিতে পাট চাষ করলে বন্যার ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আর্থিকভাবে অধিক লাভ করা যায়
- প্রচলিত চাষ পদ্ধতি পরিবর্তন করে মালচিং বা জাবরা প্রয়োগ করে উঁচু পিঠ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে লবনাক্ত এলাকায় রবি মৌসুমে ফসল চাষ করা সম্ভব

জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের জন্য কয়েকটি করণীয় বিষয়:

গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে

- দুর্যোগ কালীন সময়ের আগেই গবাদি পশুর খাদ্যের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন উন্নত জাতের ঘাস, ধঞ্চে, সারগাম, জারমান ইত্যাদি উৎপাদন করতে হবে এবং এসবের ব্যবহার বাড়াতে হবে
- বন্যা-জলাবদ্ধতা-জলোচ্ছ্বাস থেকে গবাদি পশুকে রক্ষার জন্য গোয়াল ঘরের মেঝে উঁচু ও মজবুত করে বানাতে হবে।

জীবিকায়ন সৃষ্টিতে

- বিভিন্ন পেশাজীবি যেমন- বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, পাটি বানানোর কাজ ইত্যাদির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বন বা জলাশয় থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বলে সেখানকার প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এইসব উদ্ভিদেও উপর নির্ভরশীল প্রাণীদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখিন হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এইসব কাঁচামাল সংগ্রহ না করে চাষের মাধ্যমে উৎপাদন করলে প্রতিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যও সংরক্ষিত হবে
- সংরক্ষিত এলাকায় ইকোগাইড হিসাবে প্রকৃতি/পরিবেশ বান্ধব পর্যটন বা ইকোটুরিজ্যমের মাধ্যমে জীবিকায়ন সৃষ্টি করতে হবে। ইকোটুরিজ্যমের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন তা আমাদের সবই আছে তবে এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, প্রচার ও প্রশিক্ষণ। ইকোগাইড হিসাবে স্থানীয় যুবক-যুবতীদেও প্রশিক্ষিত করতে হবে
- পরিবেশবান্ধব ইট-ভাটা স্থাপন করতে হবে যাতে এর থেকে নির্গত দুষিত ধোঁয়া কম হয় এবং জমির উপরের স্তরের মাটির ক্ষয় কম হয় । ইট ভাটার জন্য বনের গাছের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় ইট পোড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং চিমনির মুখে ছাকনি ব্যবহার করতে হবে

পানি / জলাশয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে

- জলাশয় ভরাট বন্ধ করতে হবে যাতে ভূ-পৃষ্ঠে অধিক পানি জমা হতে পারে। এতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কম পড়বে ও খরা কম হবে, লবণাক্ততা কমবে, সেচের সুবিধা হবে, মাছ উৎপাদন সহজ হবে, জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে, জীবিকায়নের পথ উন্মুক্ত হবে
- সেচ কাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করে মাটির উপরের পানি (যেমন- নদী, পুকুর, বিল, খাল, ডোবা, দিঘী ইত্যাদির পানি) ব্যবহার করতে হবে
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে তা গৃহস্থালী ও সেচ উভয় কাজে ব্যবহার করতে হবে

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে

- জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত / বন্ধু চুলার ব্যবহার, সৌর শক্তির ব্যবহার, এনার্জি সেভিংসবাল্ব এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। উন্নত চুলা কমপক্ষে ৬০% জ্বালানী সাশ্রয় করে বলে জ্বালানীর জন্য গাছ কাটা কমবে
- পলিথিনের ব্যবহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। পলিথিন ড্রেনের পানি প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্থ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে, পলিথিনের রঙ খাদ্য সামগ্রীতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, পলিথিন পোঁড়ালে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। পলিথিন পঁচে না বলে জমিতে তা জমতে থাকে যার ফলে জমির জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয় এবং শিকড় ঠিকমত বাড়তে পারেনা বলে ফসলের উৎপাদান কম হয়। পানিতেও পলিথিন পঁচে না এবং তা জলাশয়ের তলদেশে জমা হয়ে তলদেশ ভরাট করে ফেলে বলে সেখানে কোন জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে চটের বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা পরিবেশবান্ধব
- ময়লা-আর্বজনা সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপসরণ করতে হবে। সব ময়লা-আর্বজনা এক জায়গায় না ফেলে, ময়লা-আর্বজনার ধরণ অনুযায়ী পচনশীল ও অপচনশীল গুলোকে পৃথক করতে হবে। ময়লা-আর্বজনা পানিতে মিশে পানি দূষন করে ফলে, মানুষের কলেরা , ডাইরিয়া, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি রোগ হয়। তাই পচনশীল ময়লা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে ও অপচনশীল ময়লা পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করতে হবে
- রান্না বা অন্যান্য কাজে জ্বালানী হিসাবে পালিথিন, টায়ার, চামড়া, কাপড় ইত্যাদির ব্যবহার পরিবেশের জন্য ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় এইসব পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে
- ওয়েলডিং এর কাজ ও কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস, ধূলা-বালি, দূষক কনিকা, শব্দ দূষনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন তরান্বিত করে। তাই এসব স্থাপনা পরিকল্পিতভাবে স্থাপনে প্রয়োজনীয় ও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে

উন্মুক্ত আলোচনা

- অংশগ্রহণকারীরা আলোচ্য বিষয় গুলো ঠিকমত বুঝতে পেরেছেন কিনা - তা জানার জন্য যে কোন একটি বিষয়ের উপর তাঁদেরকে আলোচনা করতে দিন; যেমন- জানতে চান
  - কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন করা যায়?
  - জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন আমরা কিভাবে করতে পারি? ইত্যাদি।

মডিউল ৩

পরিবেশবান্ধব পর্যটন ঃ রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায় এবং ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য :

- প্রশিক্ষণার্থীরা রক্ষিত এলাকা, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, রক্ষিত এলাকায় ভ্রমনের সময় করণীয়-বর্জণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন
- পর্যটক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন
- রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায় ও ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পাবেন

প্রধান আলোচ্য বিষয় :

- রক্ষিত এলাকায় পরিবেশবান্ধব পর্যটন
- রাজস্ব আদায় ও বন্টন এবং অনুদান হিসাবে বরাদ্দ
- রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ ও রাজস্ব জমা
- অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা

অধিবেশন - ৩

রক্ষিত এলাকা, ইকোট্যুরিজম ও এর মূলনীতি, পর্যটন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপ, রক্ষিত এলাকা ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়, রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য নিয়মাবলি এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও পর্যটক ব্যবস্থাপনা

সময় : ৯০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জানবেন
- ইকোট্যুরিজম বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন
- ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি সমুহ বলতে পারবেন
- পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও পর্যটক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানবেন
- রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপ সমূহ জানবেন
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয় সম্বন্ধে জানবেন
- রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য নিয়মাবলি জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রক্ষিত এলাকা, ইকোট্যুরিজম, ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি, পর্যটন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপ, পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও পর্যটক ব্যবস্থাপনা	৫০ মি	বক্তৃতা	বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০২	রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয়	১৫ মি	দলীয় আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, বোর্ডপিন
০৩	রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য নিয়মাবলি	১৫ মি	দলীয় আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, পোষ্টার পেপার, বোর্ডপিন
০৪	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া ঃ

- সহায়ক, আলোচনার মাধ্যমে এবং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন
- আলোচনার পূর্বে জানতে চান- রক্ষিত এলাকা, ইকোট্যুরিজম, পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন বলতে তাঁরা কি জানেন এবং রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় করণীয় ও বর্জনীয় এবং রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য নিয়মাবলির উপর আলোচনা শুরু করার আগে দলীয় কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাঁদের মতামত জেনে নেয়া যেতে পারে

রক্ষিত এলাকা

- জীববৈচিত্র্য রক্ষা-প্রতিবেশ সংরক্ষণ-প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাধারণত কোন এলাকার বনভূমি বা জলাভূমিতে জনগণের প্রবেশ নিষেধ বা সীমিত রেখে উক্ত এলাকাকে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে- যা রক্ষিত এলাকা বলে পরিচিত
- জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং গেম রিজার্ভকে সমষ্টিগতভাবে রক্ষিত এলাকা বলা হয়
- এছাড়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত জলাভূমি ও মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহও এর অর্ন্তভূক্ত। এদের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হল:

জাতীয় উদ্যান

- জাতীয় উদ্যান অপেক্ষাকৃতভাবে বড় এলাকা

- প্রাকৃতিক দৃশ্য, উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূল রক্ষা ও সংরক্ষণ করা এর প্রাথমিক লক্ষ্য

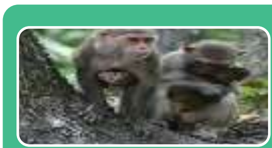

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

- এখানে কোন প্রকার প্রাণী শিকার, গুলি করা বা বন্যপ্রাণী ধরার জন্য ফাঁদ পাতা যাবে না

- এটি বন্যপ্রাণীর প্রজনন স্থান যার সাথে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট

গেম রিজার্ভ

- গেম রিজার্ভ হল সরকার কর্তৃক ঘোষণাকৃত এমন এলাকা যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্যপ্রাণী রক্ষা করা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির সংখ্যা বাড়ানো যেখানে কোন প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা আইনগতভাবে অবৈধ

ইকো-ট্যুরিজম বা পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ইকোট্যুরিজম শব্দটি Ecological (প্রতিবেশগত) এবং Tourism (পর্যটন) শব্দ দুটি হতে উদ্ভব হয়েছে যার সমন্বিতভাবে শাব্দিক অর্থ "প্রতিবেশ পর্যটন"
- এটি পর্যটন ব্যবস্থার নতুন ধারা যেখানে একই সাথে ভ্রমণ ও ঐ পরিবেশ সংরক্ষণকে বুঝায়
- সারা বিশ্বে প্রতিবেশ পর্যটন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্প - যাতে বিনিয়োগ উত্তর উত্তর বেড়েই চলেছে। এর সাথে সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। পর্যটন খাত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাঁদের জিডিপির একটি বড় অংশ আয় করে
- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রতিবেশ পর্যটন থেকে কেনিয়া তার জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ আয় করে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩,২৫০ কোটি টাকা বা ৫০০ মিলিয়ন ডলার, কোষ্টারিকার আয় প্রায় ২,১৮৫ কোটি টাকা বা ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার যা তাঁদের জিডিপির ২৫ শতাংশ
- এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে ৪০ কোটি মানুষ ভ্রমণ করে থাকে যা থেকে সারা বিশ্বে আয় হয় প্রায় ২২,৭৫০ শত কোটি টাকা (৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার)। এই আয় সারা পৃথিবীর জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ। অতএব পর্যটন শিল্পকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ আমাদের হাতে নেই
- ইকোট্যুরিজম হচ্ছে প্রকৃতি ভ্রমণ যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণী, জনগনের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য মূল আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়
- ইকোট্যুরিজম ভ্রমণকৃত এলাকার জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করে

ইকোট্যুরিজমের সংজ্ঞা :

এখন পর্যন্ত ইকোট্যুরিজম এর কোন স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই।
তবুও ইকোট্যুরিজমকে ভালভাবে বোঝার জন্য উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো আলোচনা করা হল :

প্রতিবেশ পর্যটন হচ্ছে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশিষ্ট এলাকার দায়িত্বপূর্ণ বা সচেতন ভ্রমণ যা পরিবেশ সংরক্ষণ করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করে
(The International Ecotourism Society-TIES, 1992)

ইকোট্যুরিজম হলো অপেক্ষাকৃত নিবিড় প্রাকৃতিক অঞ্চলে দায়িত্বপূর্ণ পরিবেশ সচেতন ভ্রমণ এবং পরিদর্শন যার মাধ্যমে প্রাকৃতিকে (এবং বর্তমান ও অতীতের সাংস্কৃতিক বিষয়াদি) উপভোগ ও উপলব্ধি করা যায় এবং যেখানে পরিদর্শনের প্রভাব নগণ্য এবং যা স্থানীয় জনগণকে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত করে তাঁদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটায়
(International Union for the Conservation of Nature, 1993)

কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেমন- পড়াশুনা বা গবেষণার জন্য বা কোন বিস্ময়কর কারণে বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী , বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বা ঐ স্থানের বিদ্যমান যে কোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড/বিষয়াবলী (অতীত ও বর্তমানসহ) উপভোগ করার নিমিত্তে কোন অপেক্ষাকৃত নিবিড় স্থানে ভ্রমণ করাই হল ইকোট্যুরিজম (World Tourism Organization)

ইকো-ট্যুরিজমের মূলনীতি

- প্রকৃতির উপর কম প্রভাব পড়ে
- স্থানীয় সংস্কৃতির উপর কম প্রভাব বিস্তার করে
- ভ্রমণকারীদের প্রকৃতি সংরক্ষণ এর উপর জ্ঞান অর্জিত হয়
- প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি আয় হয়
- যে স্থানীয় জনগণ এতে অংশগ্রহণ করে সেখানকার স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও সচল রাখে
- যে স্থানীয় অবকাঠামো তৈরী হয় তা পরিবেশবান্ধব যা স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণের নেতিবাচক ভূমিকা রাখেনা বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে
- একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ইকোট্যুরিজম কার্যক্রম থাকতে হবে যাতে ইকোট্যুরিজম শুধুমাত্র একটি সংরক্ষণের উপাদান হিসাবে বিবেচিত না হয়ে বরং এটি সাথে সাথে বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কাজের আদান-প্রদান ঘটে

ইকোট্যুরিজমের বিস্তৃতি এবং সামাজিক উপকারীতা

পর্যটনের প্রকারভেদ ও পার্থক্য

পর্যটন

পর্যটন হলো সেবামূলক শিল্প, যা পরিমাপযোগ্য এবং অপরিমাপযোগ্য সেবা উপাদান দ্বারা গঠিত

সামগ্রিক পর্যটনকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ইকোট্যুরিজম

→ ইকোট্যুরিজম সব সময় অকৃত্রিম ও নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পাদিত হয় যার মাধ্যমে ঐ প্রকৃতির সংরক্ষণ হবে

→ এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ ভ্রমণ যেখানে আনন্দ-উপভোগ-সংরক্ষণ বিষয়গুলো জড়িত

→ পরিবেশবান্ধব পর্যটন হল অকৃত্রিম ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এলাকা ভ্রমণ যেখানে-

- জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষিত হবে
- স্থানীয় বা লোকজ সাংস্কৃতিক সংরক্ষিত হবে
- মানুষের চাপ কম থাকবে
- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য স্থান থাকবে
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা যাবে
- ভ্রমণের পর প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য উপলব্ধি সৃষ্টি হবে

→ এমন কোন কাজ করা যাবেনা যাতে বন্যপ্রাণীদের ও স্থানীয় পরিবেশের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়

→ ইকোট্যুরিজমের স্থানীয় জনগনের সম্পৃক্তা থাকে বলে এর মাধ্যমে তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়

→ সাধারণত প্রকৃতিপ্রেমী, বন্য উদ্ভিদ ও প্রানীর প্রতি মমতা আছে এমন ব্যক্তিরা এই ধরণের পর্যটন করে থাকে

সাধারণ পর্যটন

→ সাধারণ পর্যটন যেকোন স্থানে বা পরিবেশে , প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম স্থানে সম্পাদিত হতে পারে

→ এক্ষেত্রে পর্যটকদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হলেও তা প্রতিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত নয়

→ সাধারণ পর্যটনে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় পরিবেশে হয়ে থাকে যেখানে-

- জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ মুখ্য নয়
- স্থানীয় বা লোকজ সাংস্কৃতির প্রতি কম গুরুত্ব দেয় হয়
- এক সাথে অনেক মানুষ ভ্রমণ করতে পারে
- ব্যক্তিগত আনন্দতে প্রধান্য বেশী দেয়া হয়

→ প্রতিবেশের প্রতি গুরুত্ব কম থাকে বিধায়- উচ্চ মাত্রায় শব্দ সৃষ্টি করে আনন্দ-উল্লাস করা, আগুন ধরিয়ে রান্না করা, রাতে ক্যাম্প ফায়ার করা ইত্যাদি করা যায়- ফলে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয় ও স্থানীয় পরিবেশের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়

→ সাধারণ পর্যটনের স্থানীয় জনগনের সম্পৃক্তা কম থাকে বিধায় তাঁদের আর্থসামাজিত উন্নতি কম হয় অথবা অনেক ক্ষেত্রে হয়না, শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের লাভ হয়

→ যে কেউ এই পর্যটন করতে পারেন

ইকোট্যুরিষ্ট বা পরিবেশ বান্ধব পর্যটক কারা হবেন

ইকোট্যুরিষ্ট বা পরিবেশবান্ধব পর্যটক হবেন তাঁরা যাদের

- প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈত্রির জন্য অসীম মমতা-ভালবাসা-আগ্রহ থাকবে
- স্থানীয় লোক ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
- যারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য সচেতন
- যারা ভ্রমণের পরে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য সকলকে উদ্বুত করবে

রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার পদক্ষেপ

- রক্ষিত এলাকাকে পর্যটকের নিকট দর্শনীয় ও ভ্রমণের জন্য আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে
- রক্ষিত এলাকার উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সহায়তায় সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন
- রক্ষিত এলাকাতে যাবার জন্য যাতায়তের সুব্যবস্থা থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকার কাছাকাছি ভাল মান সম্পন্ন ও নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকায় প্রবেশ ও বাহির হবার জন্য নিদির্ষ্ট স্থান থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকা তত্ত্বাবধায়নের জন্য প্রবেশকালীন ফি এর ব্যবস্থা থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকার ভিতরে চলাচলের জন্য সুনিদির্ষ্ট ও নিরাপদ ট্রেল বা পথ থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে সহায়তার জন্য ইকোগাইড থাকবে
- গাড়ী রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকার ভিতরে কিংবা সন্নিকটে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থাকতে হবে
- রক্ষিত এলাকায় নিরাপত্তার জন্য রক্ষী/ গার্ড থাকতে হবে
- নিদির্ষ্ট সংখ্যক পর্যটক রক্ষিত এলাকাতে ভ্রমণ করবে- তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বন্যপ্রাণীদের থাকার-খাবার-চলাচলের ব্যঘাত না ঘটিয়ে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে
- রক্ষিত এলাকায় প্রবেশ পথে বা নিকটস্থানে স্থানীয় পণ্যের প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য স্যুভেনিয়র দোকান থাকতে পারে , ইত্যাদি

রক্ষিত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে করণীয়

ইকোট্যুরিষ্ট বা পরিবেশবান্ধব পর্যটকগণ কোন রক্ষিত এলাকা ভ্রমণের পূর্বে যে সব বিষয় লক্ষ্য রাখবেন তা হল -

- যে এলাকায় ভ্রমণের জন্য যাবেন - সে এলাকা সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যেমন- যে সময় যাচ্ছেন সে সময় ঐ এলাকার আবহাওয়া কেমন থাকবে, স্থানীয় রাজনৈতিক পরিবেশ ভ্রমণের জন্য উপযোগী কিনা ইত্যাদি
- ভ্রমণস্থলের লোকজন ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তা মেনে চলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে
- ভ্রমণকালীন থাকা-খাওয়ার জন্য স্থান আগে থেকে নির্বাচন করে রাখা
- সমগ্র ভ্রমণ যাতে নির্ধারিত অর্থ বা বাজেটের মধ্যে হয় তা পুনঃ পুনঃ হিসাব করে খরচের ধারণা নেয়া
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের জন্য ইকোগাইডের সাথে যোগাযোগ করা

রক্ষিত এলাকায় প্রবেশের পর ও ভ্রমণের সময় পর্যটকদের করণীয় ও বর্জনীয়

করণীয়

- পশু-পাখি ও গাছপালা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা
- স্থানীয় পশু-পাখি ও গাছ-পালা চেনার জন্য ও স্থানীয় সাংস্কৃতি জানার জন্য ইকোগাইডের সাথে রক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করা
- খাবার পানির বোতল, রোদ চশমা, ক্যাপ বা টুপি সাথে রাখা
- কয়েকটি প্রয়োজনীয় বইপত্র, নোটখাতা ও কলম সাথে রাখা
- পলিথিনসহ সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ বয়ে আনার জন্য একটি ব্যাগ সাথে রাখা
- প্রয়োজনী ঔষুদপাতি যেমন- সেভলন/ ডেটল্, তুলা, লিকোপ্লাস ব্যন্ডেজ ইত্যাদি সাথে রাখা
- বাইনোকুলার, ক্যমেরা সাথে রাখা
- ট্রেইলে হাটার সময় যথাসম্ভব কম শব্দ করা
- জোরে শব্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকা
- নিজেদের খাবার অবশিষ্টাংশ বন্য প্রাণীদের খেতে দেয়া থেকে বিরত থাকা, ইত্যাদি

বর্জনীয়

- বন্যপ্রাণী আকৃষ্ট বা ভীত হয় এমন উজ্জল রংয়ের পোষাক পরা, লুঙ্গি ও খালি পায়ে ভ্রমণ করা
- দৌড়-ঝাপ ও জোরে শব্দ করা
- একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া
- গাছের ডালপালা ভাঙ্গা বা ফুল বা ফল ছেড়া
- ধূমপান করা বা আগুন ধরানো
- কোন প্রাণীকে ভয় দেখানো বা ধরার চেষ্টা করা
- পাখির বাসা নষ্ট করা বা বাসার কাছে যাওয়া
- খাবারের বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলা
- বন্যপ্রাণীদের খাবার দেয়া , ইত্যাদি

রক্ষিত এলাকায় থাকাকালীন সময় পর্যটকগণের জন্য নিয়মাবলি

প্রাকৃতিক

- বনের পশু-পাখিকে বিরক্ত করা হতে বিরত থাকুন
- জোরে আওয়াজ করবেন না যাতে বনের পশু-পাখি ভয় পায়
- যত্রতত্র ময়লা ফেলবেন না, সাথে করে খালি প্যাকেট, বোতল ইত্যাদি ফেরত নিয়ে আসুন
- বন্যপ্রাণীকে খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকুন
- ঝর্ণা, ছরা বা লেক এ কোন কিছু ফেলা হতে বিরত থাকুন
- সাথে করে স্মৃতি নিয়ে যান, বনের কোন পাতা বা লতা নয়
- প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য নীরবে ভ্রমণ করুন , ইত্যাদি

সামাজিক

- স্থানীয় বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে সম্মান করুন
- আদিবাসী গ্রামে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিয়ে নিন
- সম্ভব হলে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করুন
- স্থানীয় আদিবাসীদের ছবি তুলবার পূর্বে তাদের অনুমতি নিন
- রক্ষিত এলাকায় কোন গাছে বা দেয়ালে আপনার নাম বা অন্য কিছু লিখা থেকে বিরত থাকুন
- অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পর্যটকগণও যাতে অবিকল আপনার মত প্রকৃতি প্রদর্শন করতে পারে সে বিবেচনা রাখুন
- রক্ষিত এলাকা ভ্রমণে আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদেরকে জানান এবং তাদেরকেও অনুরূপ ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করুন, ইত্যাদি

রক্ষিত এলাকা ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মাবলী:

দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করুন

রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

- রক্ষিত এলাকায় প্রদর্শিত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ মেনে চলুন
- বনে প্রবেশের সময় ইকোট্যুর গাইড নিয়োগ করুন ও যথাযথভাবে সম্মানী প্রদান করুন
- নিজে প্রবেশ টিকেট ক্রয় করুন ও অন্যান্যদেরকে টিকেট ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করুন। মনে রাখবেন, এই অর্থ রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে সহায়তা করবে

ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

- আরামদায়ক কাপড় ও জুতা পরে আসবেন
- রোদ হতে বাঁচার জন্য রোদ চশমা, টুপি ও সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করুন
- ইনসেক্ট রিপেল্যান্ট ব্যবহার করুন
- খাবার পানি সাথে রাখুন

পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের প্রতি সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের দায়িত্ব-কর্তব্য-করণীয়

যখন কোন ইকোট্যুরিষ্ট বা পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের রক্ষিত এলাকায় পর্যটন বা ভ্রমণের জন্য আসবেন তখন তাঁদের প্রতি সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্য হিসাবে কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান এবং তাঁদের মতামত হোয়াইট বোর্ডে বা ফ্লিপ শীটে লিখুন । অধিবেশনের এই অংশটি আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সহায়কের আলোচনার সুবিধার জন্য নীচে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কয়েকটি দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয় দেয়া হল :

- সর্বপ্রথমে মনে রাখতে যেসব পর্যটকরা আপনাদের রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণে আসবেন তাঁরা আপনাদের অতিথি এবং আপনাদের রক্ষিত এলাকার প্রতি তাঁদের মমত্ব আছে বিধায় তাঁরা পরিবেশবান্ধব পর্যটক হিসাবে এসেছেন
- তাঁরা যাতে সুষ্ঠভাবে এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করা
- স্থানীয় লোকজ পন্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি পন্য যাতে তাঁরা সহজে স্যুভেনিয়ার হিসাবে কিনে নিয়ে যেতে পারেন তার জন্য সুবিধাজনক স্থানে দোকান স্থাপন করা। এতে স্থানীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি হবে
- ইকোগাইডদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এত স্থানীয় শিক্ষিত যুবাদের কর্মসংস্থান হবে
- স্থানীয় বিশেষ কোন ধরণের খাবার থাকলে তার দোকান করা
- যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে রাস্তা-ব্রীজ মেরামতের উদ্যেগ গ্রহণ করা
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা যাতে পর্যটকগন নিজেরাও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য উদ্ধুদ্ধ হন
- রক্ষিত এলাকার ভিতরে পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- পর্যটকদের কাছে স্থানীয় সাংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য লোকজ/ স্থানীয় নাচ-গান-নাটিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বা এইরূপ সাংস্কৃতিক দল গঠন করা
- পর্যটকগণ যাতে পরিবেশের কাছাকাছি নিরাপদ ভাবে রাত্রিযাপন করতে পারেন তার জন্য ইকো কটেজ তৈরী করা
- রক্ষিত এলাকার প্রবেশ পথে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য টয়লেট স্থাপনা করে তা রক্ষণা-বেক্ষণ করা
- এলাকার পরিচিতিমূলক সাইন বোর্ড স্থাপন, ইত্যাদি

পর্যটক ব্যবস্থাপনা

রক্ষিত এলাকায় পর্যটন বা ভ্রমণের জন্য আসা পর্যটকদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত, ভ্রমণের দিক নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমকে সামগ্রীকভাবে পর্যটক ব্যবস্থাপনা বলা হয়ে থাকে।

পর্যটক ব্যবস্থাপনার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কয়েকটি করণীয়সমূহ হল :

- পর্যটকদের ভ্রমণের কর্মসূচীর সিডিউল তৈরী
- ইকোগাইডদের মোবাইল নম্বরসহ নামের তালিকা প্রণয়ন এবং তা রক্ষিত এলাকার প্রবেশপথে টাঙ্গিয়ে রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
- একজন পর্যটক সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকায় কিভাবে ভ্রমণ করবেন তাঁর জন্য একটি বিধিমালা ও প্ল্যান/ পরিকল্পনা তৈরী (করণীয় ও বর্জনীয়)
- পর্যটকদের নিয়ে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকা বিষয়ক, এলাকার দর্শনীয় স্থান, করনীয়/ বর্জনীয়, শিক্ষনীয় ইত্যাদি বিষয়ে অবহিতকরণ সেশনের ব্যবস্থা করা
- সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের জন্য কারা আসতে পারে অর্থ্যাৎ পর্যটকরা কোন বয়সী-শ্রেনীর ইত্যাদি হতে পারে-তার তালিকা তৈরী করা
- এলাকার পরিচিতি মূলক বিলবোর্ড স্থাপন , লোকেশন ম্যাপ ও লিফলেট ছাপানো
- থাকা-খাওয়ার জন্য উপযোগী হোটেল-মোটেল-কটেজের ফোন নম্বরসহ ঠিকানা ও মূল্য তালিকা প্রণয়ন এবং তা পর্যটকদের কাছে জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
- এলাকার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা-ম্যগাজিনে বিজ্ঞাপন ছাপানো
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণকালীন সময় ইকোগাইডের সাথে ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের উৎসাহিত করা
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমনের জন্য পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পথ নিদির্ষ্ট করে চিহ্নিত করে দেয়া

উন্মুক্ত আলোচনা ঃ

প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান-

- রক্ষিত এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়?
- রক্ষিত এলাকায় ভ্রমণের সময় পর্যটকদের কি কি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে?

অধিবেশন - ৪

রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা , রাজস্ব আদায় ও বন্টনের জন্য প্রণয়নকৃত নির্দেশিকার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ

সময় : ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- রাজস্ব আদায়ের পটভূমি ও উদ্দেশ্য জানতে পারবেন
- রাজস্ব আদায় ও বন্টনের নির্দেশনা জন্য প্রনয়ণকৃত নির্দেশিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারন ধারণা পাবেন
- নির্দেশিকার প্রয়োগ সম্পর্কে জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসাবে বরাদ্দ	২৫ মি	আলোচনা	বোর্ড, মার্কার, পিপিপি
০২	নির্দেশিকার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ	২৫ মি	বক্তৃতা,আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার, পিপিপি
০৩	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন-উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- জানতে চান রক্ষিত এলাকা থেকে রাজস্ব আদায় করা যাবে কি?
- রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয়তা কি?
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সাথে সমন্বয় করে নিচে বর্ণিত বিষয় গুলো আলোচনা করুন।

রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা

- রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে শুধুমাত্র রক্ষণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রেখে সহ-ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা ও তাঁদের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে রাজস্ব বণ্ঠন ও বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়
- রক্ষিত এলাকা হতে উপার্জিত আয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করা হলে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বন রক্ষায় অধিকতর সময় দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বন রক্ষায় তাঁরা আরো সচেতন হবে এবং বন রক্ষায় অধিক মাত্রায় শ্রম প্রদান করবে
- রক্ষিত এলাকা হতে উপার্জিত আয় রক্ষিত এলাকা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ব্যয়ের পদ্ধতি প্রচলিত হলে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে
- বরাদ্ধকৃত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে যা দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে নিয়মিত সম্পৃক্ত রাখবে

রাজস্ব আদায় ও বন্টনের নির্দেশনা জন্য প্রনয়ণকৃত নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

নির্দেশিকাটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলে রাজস্ব আদায় ও অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্ধ ও বণ্ঠনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও পদক্ষেপ গুলো সহজে কার্যকর করার দিক নির্দেশনা প্রদান করা

- ক) রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায়;
- খ) অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দান;
- গ) অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে বরাদ্ধ;
- ঘ) অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা;

নির্দেশিকার প্রয়োগ ও ব্যবহার

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতাধীন বাংলাদেশের বিদ্যমান সকল রক্ষিত এলাকা ও ভবিষ্যতে ঘোষিতব্য (বিজ্ঞপিতব্য) রক্ষিত এলাকায় এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে

রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না হলে:

(ক) **''রক্ষিত এলাকা''** বলতে বন বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ বনপ্রাণী (সংরক্ষণ/সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ এ উল্লেখিত জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও গেইম রিজার্ভ অথবা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক এরূপ ঘোষিত কোন রক্ষিত এলাকাকে বুঝাবে

(খ) **''সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বা পরিষদ''** বলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনের (পরিশিষ্ট ক) আলোকে গঠনকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে বুঝাবে

(গ) **''সিএমসি বা সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি''** বলতে "পরিশিষ্ট ক" এর আলোকে গঠনকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি বুঝাবে

(ঘ) **''সিএমসি চেয়ারম্যান''** বলতে "পরিশিষ্ট ক"এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানকে (যিনি সিএমসি সদস্যদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত) বুঝাবে

(ঙ) **"সদস্য সচিব"** বলতে "পরিশিষ্ট ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থ্পনা কমিটির সদস্য সচিবকে (যিনি সিএমসি সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী বন/রেঞ্জ কর্মকর্তা) বুঝাবে

(চ) **"হিসাব রক্ষক-কাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা "এএও"** বলতে "পরিশিষ্ট ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বুঝাবে

(ছ) **"টিকিট কাউন্টার সহকারি"** ও **"সুপারভাইজার"** বলতে সিএমসি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে

(জ) **"তহবিল"** বলতে সিএমসি কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংগৃহিত সিএমসির অনুকূলে প্রাপ্ত (সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, জাতীয়/ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা কর্তৃক) দান বা অনুদানকে বুঝাবে

(ঝ) **"সিএমসি ব্যাংক একাউন্ট"** বলতে "পরিশিষ্ট ক" এ উল্লেখিত তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবকে বুঝাবে

(ঞ) **"ফি"** বলতে রক্ষিত এলাকা হতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে অনুমোদিত অথবা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত নির্ধারিত হারে মাথাপিছু প্রবেশ পত্রের মূল্য, যানবাহন পার্কিং মূল্য, নাটক বা সিনোমার সুটিং স্পট ব্যবহার বাবদ ভাড়ার মূল্য ও পিকনিক স্পট ভাড়ার মূল্য বুঝাবে

(ট) **"প্রবেশ পত্র বা রশিদ"** বলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুমোদিত অথবা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত এবং বিজি প্রেস/ সংরক্ষিত ভাবে মুদ্রিত তিন অংশ বিশিষ্ট রশিদকে বুঝাবে

(ঠ) **"রাজস্ব"** বলতে নির্ধারিত ফি/প্রবেশ পত্রের বিনিময়ে রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত অর্থকে বুঝাবে

নির্দেশিকার প্রয়োগ ও ব্যবহার (পূর্ব পৃষ্ঠার চলমান)

(ড) **"অনুদান"** বলতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড-৫৯০০ সাহায্য, মঞ্জুরি এর উপকোড-৫৯৬৫ বিশেষ অনুদানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ বুঝাবে

(ঢ) **"বরাদ্দ ও বণ্ঠন"** বলতে রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে বনবিভাগের অনুকূল বরাদ্দ এবং বনবিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সিএমসি এর অনুকূলে বরাদ্দ ও বণ্ঠনকে বুঝাবে

(ণ) **"স্থানীয় জনগোষ্ঠি বা স্থানীয় কমিউনিটি"** বলতে রক্ষিত এলাকার ভিতরে অথবা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বসবাসকারীর জনসাধারনকে বুঝাবে

উন্মুক্ত আলোচনা

নির্দেশিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন করুন ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চেয়ে আলোচনা করুন

অধিবেশন - ৫

রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও রাজস্ব জমা

সময় : ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- কিভাবে ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হয় তা জানবেন
- ফি সংগ্রহের প্রক্রিয়া জানবেন
- ফি সংগ্রহের জন্য প্রবেশ পত্রের জন্য নির্ধারিত মূল্য জানবেন
- রাজস্ব জমা কিভাবে হয় তা জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও রাজস্ব জমা	৫০ মি	বক্তৃতা,আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার,পিপিপি
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- রক্ষিত এলাকা হতে কিভাবে রাজস্ব আদায় হয় তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান।
- আদায়কৃত রাজস্ব জমা কিভাবে হয় তা জানতে চান।
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উত্তর শুনে বলুন আসুন আমরা রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও রাজস্ব জমা বিষয়গুলো বিস্তারিত জানি এবং এরপর নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো বলুন।

রাজস্ব আদায়

সংশ্লিষ্ট সিএমসি দ্বারা রক্ষিত এলাকা হতে প্রবেশ পথের বিনিময়ে ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হবে

ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া

নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ পূর্বক ফি সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে :

ক) প্রধান বন সংরক্ষক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান/ নির্দেশনা পত্র দিয়ে রক্ষিত এলাকা হতে ফি সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য একটি পরিপত্র জারি করবেন

খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট সিএমসির চেয়ারম্যান/ সদস্য সচিবকে পত্র জারির মাধ্যমে ফি আদায়, সংরক্ষণ ও আদায়কৃত ফি রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানোর জন্য নির্দেশনা পত্র প্রদান করবেন

গ) রক্ষিত এলাকা হতে ফি আদায়ের জন্য মুদ্রিত তিন অংশ বিশিষ্ট প্রবেশপত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে মজুদ এবং মজুদকৃত প্রবেশপত্রের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে

ঘ) পুনরায় প্রবেশপত্র মুদ্রনের সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে মজুদকৃত প্রবেশপত্রের সংখ্যা বিভাগের প্রধানের নিকট চাহিদা পত্র প্রেরণ করতে হবে

ঙ) সিএমও কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক সিএমও সভাপতি/ সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধি বিভাগের প্রধান কার্যালয় হতে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করবে

(চ) পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিএমও কার্যালয়ে মজুদকৃত ও ব্যবহৃত প্রবেশপত্রের পরিসংখ্যান উভয় কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিস্ট্রারে নিয়মিত হাল নাগাদ রাখতে হবে

(ছ) তিন অংশ বিশিষ্ট প্রবেশপত্রের একটি অংশ বইয়ের সাথে টিকিট কাউন্টার সহকারীর নিকট থাকবে। ভ্রমণকারী দুই অংশ রশিদ পাবেন যার একটি অংশ ভ্রমণ এলাকার প্রবেশ মুখের/পার্কিং এরিয়াতে/নাটক বা সিনেমার সুটিং স্পটে দায়িত্ব পালনরত সুপারভাইজার গ্রহণ করবেন এবং আর একটি অংশ ভ্রমণকারী তার সাথে রাখবেন

জ) টিকিট কাউন্টার সহকারি ব্যবহৃত রশিদ গুলির স্ক্রল এর প্রতিলিপি তৈরী করে দৈনিক ভিত্তিতে যাচাই এবং সনদ প্রাপ্তির জন্য আদায়কৃত অর্থ সহ একাউন্টেন এর নিকট দাখিল করবেন এবং একাউন্টেন উক্ত অর্থ ঐদিন /পরের দিন সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তার নিকট জমা দিয়ে স্বাক্ষরিত স্ক্রলের প্রতিলিপি বুঝে নিবেন

(ঝ) সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত স্ক্রল প্রাপ্তির সাপেক্ষে একাউন্টেন দৈনিক সংগৃহিত ফি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করত: দৈনিক স্বাক্ষর করবেন এবং প্রতি মাসের হিসাব মেলানোর শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতি স্বাক্ষর করবেন। ব্যবহৃত ফি সংগ্রহের রশিদ মরিবই এবং স্ক্রল গুলো একাউন্টেন সংগ্রহ করবেন

প্রবেশপত্রের নমুনা (উল্লেখিত এলাকার বর্তমান প্রবেশ ফি সহ)

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
নিসর্গ নেটওয়ার্ক
প্রবেশ পত্র
বই নং ঃ ক্রমিক নংঃ
প্রাপ্তবয়স্ক
জনপ্রতি টাকা ২০

সুপারভাইজর কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
প্রবেশ পত্র
প্রাপ্তবয়স্ক
জনপ্রতি টাকা ২০

গ্রাহক কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
প্রবেশ পত্র
প্রাপ্তবয়স্ক
জনপ্রতি টাকা ২০

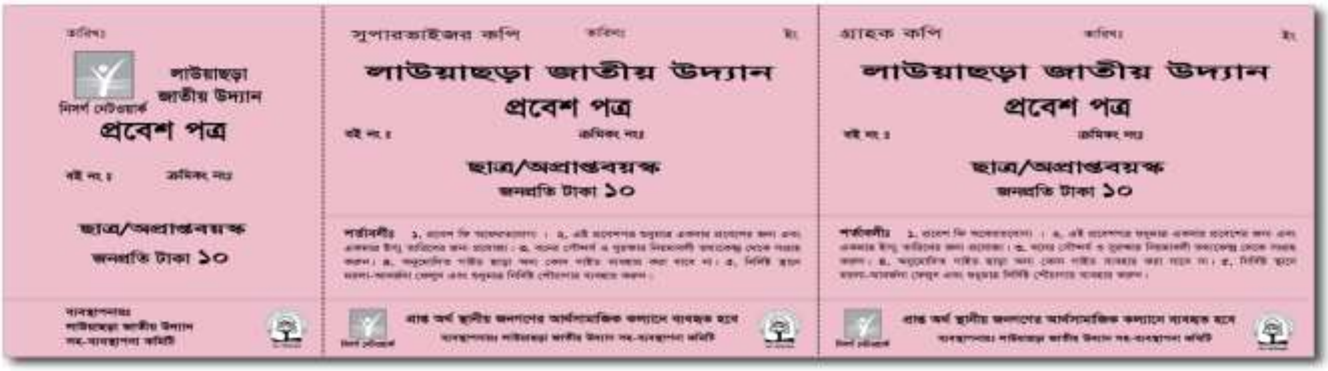

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
নিসর্গ নেটওয়ার্ক
প্রবেশ পত্র
বই নং ঃ ক্রমিক নংঃ
ছাত্র/অপ্রাপ্তবয়স্ক
জনপ্রতি টাকা ১০

সুপারভাইজর কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
প্রবেশ পত্র
ছাত্র/অপ্রাপ্তবয়স্ক
জনপ্রতি টাকা ১০

গ্রাহক কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
প্রবেশ পত্র
ছাত্র/অপ্রাপ্তবয়স্ক
জনপ্রতি টাকা ১০

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
নিসর্গ নেটওয়ার্ক
প্রবেশ পত্র
বই নং ঃ ক্রমিক নংঃ
Foreigner
US 5 $

সুপারভাইজর কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
প্রবেশ পত্র
Foreigner
US 5 $

গ্রাহক কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
প্রবেশ পত্র
Foreigner
US 5 $

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
নিসর্গ নেটওয়ার্ক
পার্কিং ফি
বই নং ঃ ক্রমিক নংঃ
১. হালকা ঃ টাকা ২৫ মাত্র
২. ভারী ঃ টাকা ১০০ মাত্র

সুপারভাইজর কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
গাড়ী পার্কিং ফি
১. হালকা ঃ কার/মাইক্রোবাস/পিকআপ = টাকা ২৫ মাত্র
২. ভারী ঃ বাস/মিনিবাস/ট্রাক = টাকা ১০০ মাত্র

গ্রাহক কপি
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান
গাড়ী পার্কিং ফি
১. হালকা ঃ কার/মাইক্রোবাস/পিকআপ = টাকা ২৫ মাত্র
২. ভারী ঃ বাস/মিনিবাস/ট্রাক = টাকা ১০০ মাত্র

এলাকা ও পর্যটকের শ্রেণীভেদে প্রবেশপত্রের বর্তমান নির্ধারিত মূল্য

নং	পর্যটক শ্রেণী	লাউয়াছড়া (টাকা/ডলার)	সাতছরি (টাকা/ডলার)	রেমাকালেঙ্গা (টাকা/ডলার)	টেকনাফ (টাকা/ডলার)	চুনতি (টাকা/ডলার)
১	প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি (জন প্রতি)	২০/-	২০/-	২০/-	২০/-	১০/-
২	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও ছাত্র (জন প্রতি)	১০/-	১০/-	১০/-	১০/-	০৫/-
৩	বিদেশী পর্যটক (জন প্রতি)	ডলার ৫/- (ইউ.এস.)	ডলার ৫/- (ইউ.এস.)	৩০০/-	ডলার ৫/- (ইউ.এস.)	ডলার ৫/- (ইউ.এস.)
৪	বাস, জিপ, মাইক্রোবাস (প্রতিটির জন্য)	২৫/-	২৫/-	২৫/-	২৫/-	২৫/-
৫	শুটিং (নাটক/সিনেমা) এর জন্য (দিন প্রতি)	৬,০০০/-	৬,০০০/-	৬,০০০/-	৬,০০০/-	৬,০০০/-
৬	পিকনিকের জন্য (জন প্রতি)	১০/-	১০/-	১০/-	১০/-	১০/-

রাজস্ব জমা

রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত অর্থ সরকারী রাজস্ব হিসাবে, পরিগণিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান কর হবে। রাজস্ব ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) সিএমসি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ/ফি সরকারী রশিদ প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তা এর কার্যালয়ে জমা রাখা এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ কর্মকর্তা তা চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় নির্দিষ্ট কোডে জমা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

(খ) সিএমসির নিকট হতে প্রাপ্তি এবং ব্যাংকে জমা দানের সমস্ত রেকর্ড বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৃথক রেজিষ্ট্রারে প্রচলিত নিয়মে লিপিবদ্ধ করা এবং প্রতি মাসের হিসাবে তা হিসাবভূক্ত করা

(গ) সিএমসি এর এএও কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের মাসভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করে সিএমসি এর পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা

(ঘ) প্রতি মাসের রাজস্ব আদায় এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে রাজস্ব জমার রেকর্ড যাচাই করতঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক সমন্বয় সাধন করা

উন্মুক্ত আলোচনা

অধিবেশনে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণা ও বোঝা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানতে - তাঁদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করুন অথবা অংশগ্রহণকারীদের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলুন।

অধিবেশন - ৬

অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ, বাজেট প্রাক্কলন, বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন এবং অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র

সময় : ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- কিভাবে অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ হয় তা জানবেন
- বাজেট প্রাক্কলন সম্পর্কে জানবেন
- বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন প্রক্রিয়া জানবেন
- অনুদান কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার সম্পর্কে জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ, বাজেট প্রাক্কলন, বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন	৩০ মি	বক্তৃতা,আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার,পিপিপি
০২	অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র	২০ মি	বক্তৃতা,আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার,পিপিপি
০৩	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া :

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান রক্ষিত এলাকা হতে অর্জিত রাজস্ব কিভাবে বরাদ্দ হতে পারে?
- আদায়কৃত রাজস্ব বরাদ্দের জন্য কোনরূপ বাজেট প্রাক্কলন ও বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন আছে কি?
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং এরপর তার সাথে সমন্বয় করে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো বলুন।

অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ

রক্ষিত এলাকার পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণ বা পর্যটন এর মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের নিকট হতে যে রাজস্ব অর্জিত হবে তার শতকরা ৫০ ভাগের সমপরিমাণ অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে

বাজেট প্রাক্কলন

- সংশ্লিষ্ট সিএমসি এর নিকট হতে প্রস্তাবিত বাজেট পাওয়ার পর তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় যাচাই করবে
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় রাজস্ব খাতের অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০ সাহায্য, মঞ্জুরী এর উপকোড ৫৯৬০ বিশেষ অনুদানে অর্ন্তভূক্ত করে প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবে
- উক্ত প্রস্তাবিত বাজেট বন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাতের বাজেট প্রাক্কলনে প্রতিফলিত করে অনুমোদনের জন্য যথাযথ নিয়মে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে
- সিএমসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে :

(ক) রাজস্ব আদায় কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকায় পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় দর্শণার্থীর সংখ্যা (যদি থাকে) ও অনুমোদিত ফি এর গড় অথবা অনুমানের উপর ভিত্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে আনুমানিক রাজস্ব হিসাব করে তার শতকরা ৫০ ভাগ অর্থের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা

(খ) তৃতীয় বছর ও পরবর্তী বছর হতে দুই বছর পূর্বের অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের সময় সর্বশেষ বৎসরে প্রাপ্ত রাজস্বের ৫০% এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা

(গ) সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও পরিষদের সাথে পরামর্শ করে সিএমসি কর্তৃক প্রতি বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা এবং

(ঘ) প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ (বাস্তব/আর্থিক) স্পষ্ট করে উল্লেখ করা

বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন

প্রচলিত নিয়মানুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন বিভাগের অনুকূলে অনুন্নয়ন বাজেটে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বন বিভাগ কর্তৃক সিএমসি এর অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন করা হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় গুলোর অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় হতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তা সিএমসিকে বরাদ্দ ও বন্টন প্রদান করবেন;

(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বাজেট ধারক। তিনি সিএমসিকে অর্থ বরাদ্দ করে বরাদ্দ প্রদানের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষককে প্রেরণ করবেন;

(গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সিএমসির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের আদেশজারীর সময় সংশ্লিষ্ট সিএমসির নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন;

(ঘ) সিএমসি এর অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের আদেশজারীর ক্ষেত্রে সিএমসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লিখিত কর্মকান্ড যথাযথভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(ঙ) সিএমসি কর্তৃক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অনুদান এর অর্থ ক্রসড চেকের মাধ্যমে একবারে অথবা কিস্তিতে সিএমসির অনুকূলে প্রদান করবেন;

(চ) অনুদানের অর্থ সিএমসির ব্যাংক হিসেবে/তহবিলে সংগৃহীত হওয়ার পর সিএমসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন ও সিএমসির কার্যপরিধি বা নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করবেন;

(ছ) অনুদান বরাদ্দের আদেশ জারীর পত্রে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সিএমসি কর্তৃক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও স্টেটমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারসহ সংশ্লিষ্ট ভাউচারের অনুলিপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টের অনুলিপি প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিত প্রেরণ করবেন; এবং

(জ) সিএমসি কার্যালয় হতে প্রাপ্ত স্টেটমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারসহ সংশ্লিষ্ট ভাউচারের অনুলিপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে

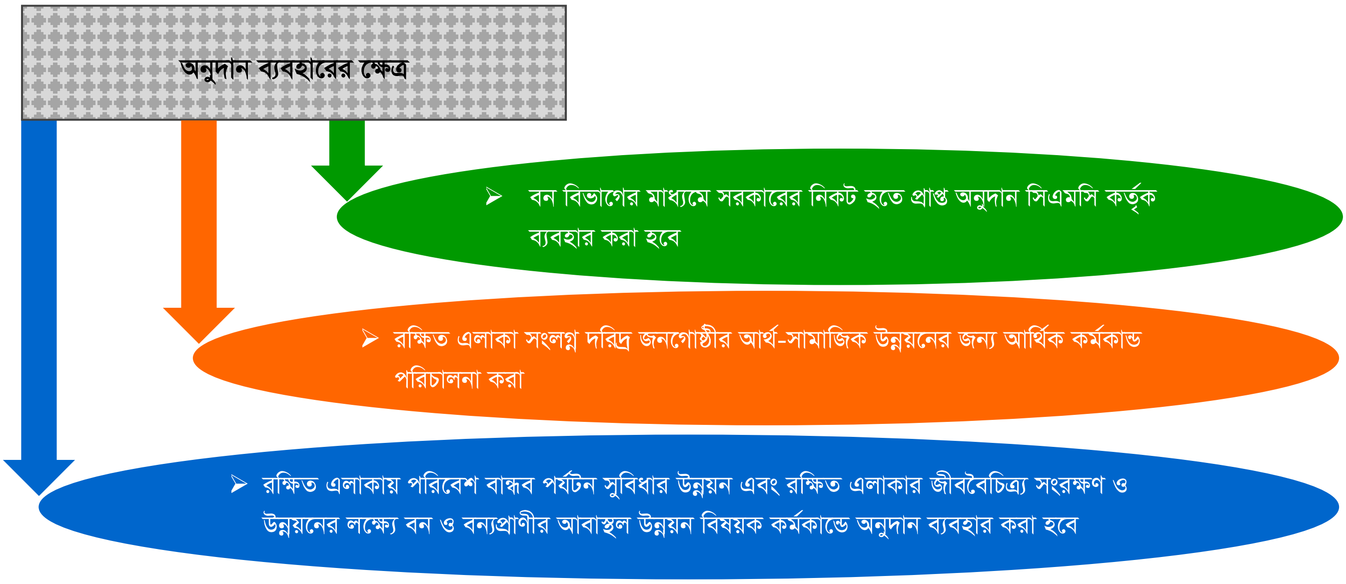

উন্মুক্ত আলোচনা

অধিবেশনে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণা ও বোঝা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানতে - তাঁদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করুন অথবা অংশগ্রহণকারীদের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলুন।

অধিবেশন - ৭

অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা

সময় : ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা সম্পর্কে জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা	৫০ মি	বক্তৃতা,আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মার্কার,পিপিপি
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান রক্ষিত এলাকার জন্য প্রাপ্ত অনুদান কিভাবে ব্যয় হতে পারে?
- অনুদান ব্যয়ের জন্য কেন নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি?
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং এরপর তার সাথে সমন্বয় করে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো বলুন।

অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা

সহায়ক, সরকারী প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা করবেন

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (পরিশিষ্ট "ক") সিএমসির কার্যপরিধিতে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা সিএমসি কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় নিয়মিত পরিদর্শনকালীন সিএমসি সংশ্লিষ্ট বিশেষ অনুদান বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিদর্শন ও করা যাবে
- চাহিদা অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকল প্রমাণাদি সিএমসি কার্যালয় কর্তৃক বিভাগীয় বনকর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে

অধিবেশন - ৮

নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধনে বিষয়ে জানবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন	২০ মি	বক্তৃতা,আলোচনা	পোষ্টার পেপার,মার্কার,পিপিপি
০২	উন্মুক্ত আলোচনা	১০ মি	প্রশ্ন ও উত্তর	

প্রক্রিয়া:

- সহায়ক নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধনের বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করবেন।

নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন

সহায়ক, ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের নির্দেশিকাটির উপর বিশদ আলোচনা করবেন

- বিদ্যমান তথ্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে
- অনুচ্ছেদে ৩.০ তে বর্ণিত পদক্ষেপ গুলোর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় (সাধারনত প্রতি দুই বছর অন্তর) পরিবর্তন ও পুনসংযোজনের লক্ষ্যে নির্দেশিকটি পুনরায় পর্যালোচনা পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে

সমাপনি অধিবেশন

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি ঘোষনা

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- প্রশিক্ষণের কার্যকারীতা মূল্যায়ন করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণের শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু থেকে তাঁদের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা করতে পারবেন

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	ধাপ	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়ক
০১	প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই ও মূল্যায়ন	১৫ মি	প্রশ্ন-উত্তর	শিখন যাচাই পত্র ও মূল্যায়ন গ্রহন
০২	প্রত্যাশা যাচাই	০৫ মি	দলীয় ও উন্মুক্ত আলোচনা	
০৩	প্রশিক্ষণ সমাপনী পর্ব	১০ মি	বক্তৃতা	

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই প্রশিক্ষণ থেকে আমরা যা জেনেছি বা ধারণা অর্জন করেছি তা একটি লিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের যাচাই করবো
- এক্ষেত্রে প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত ফরমেটে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর শিখন যাচাই করবেন। ফরমেটে আরো খালি জায়গা আছে যেখানে সাধারণ মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ লিখতে পারবেন
- এপর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে কোর্স শিখন যাচাই ফরমেট সরবরাহ করা হবে যা তাদেরকে পূরণ করতে অনুরোধ করা হবে এবং সহায়ক সেগুলি সংগ্রহ করবেন পুনরায় বিশ্লেষণ করার জন্য (সংযোজনী-২)
- সহায়ক কোর্স শিখন যাচাই ফরমেটগুলি থেকে প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ শিখন যাচাই পর্বটির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং সমাপনী সেশনে যোগদানের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের আহবান করবেন।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন

- প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে, প্রশিক্ষণার্থীরা সকল অধিবেশনের ও প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করবেন।
- সহায়ক, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন যাচাই সংযোজনী-৪ এ উল্লেখিত নমুনা অনুসারে করতে পারেন।

প্রত্যাশা যাচাই

- সহায়ক, প্রশিক্ষনের শুরুতে নেয়া অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশাগুলোর পুনঃআলোচনা করবেন।

<u>প্রশিক্ষণ সমাপনী পর্ব ঃ</u>

- সহায়ক বন বিভাগ/মৎস্য অধিদপ্তর/পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিস/জেলা কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধি, অঞ্চল প্রতিনিধি অথবা অন্য প্রতিনিধি যাঁরা প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন
- প্রথমতঃ সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে প্রশিক্ষণে তাঁদের শিক্ষণীয় বিষয় ও অনুভূতি সম্পর্কে, এবং গঠন মূলক সুপারিশসমূহ ও সহায়ক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলার জন্য আহবান করবেন
- তারপর সহায়ক আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের একজন একজন করে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করবেন যাতে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ভালভাবে বাস্তবায়নের করতে পারেন
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সহায়তা, এবং সহায়কদের সর্বদা সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল)

পরিবেশবান্ধব পর্যটন : রক্ষিত এলাকায় রাজস্ব আদায়, ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

(মাঠ পর্যায়ের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের জন্য)

স্থান/ভেন্যুঃ...................................... **তারিখ :.................................**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	প্রতিষ্ঠান ও পদবি	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর

প্রশিক্ষণ পূর্ব শিখন যাচাই পত্র (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম : ....

প্রতিষ্ঠানের নামঃ .... তারিখ : ....

কর্ম এলাকার নামঃ .... সময় : ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

নং	প্রশ্ন	প্রশিক্ষণ পূর্ব	
		হ্যাঁ	না
প্রশ্ন ১	প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের সুশাসনের উন্নতি সাধন কি ক্রেল প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম?		
প্রশ্ন ২	ইকোট্যুরিজম কি শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করলেই হয় ?		
প্রশ্ন ৩	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে পর্যটকের সংখ্যা কি কম থাকে?		
প্রশ্ন ৪	রক্ষিত এলাকায় প্রদর্শন ও তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৫	রক্ষিত এলাকা প্রদর্শনকালীন সময় অতিরিক্ত খাবার বন্যপ্রানীকে দেয়া যাবে কি?		
প্রশ্ন ৬	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে ইকোগাইডের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৭	আপনাদের এলাকাটি কি পরিবেশবান্ধব পর্যটনের জন্য উপযুক্ত?		
প্রশ্ন ৮	রক্ষিত এলাকা থেকে অর্জিত আয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি?		
প্রশ্ন ৯	রক্ষিত এলাকা থেকে ফি সংগ্রহের জন্য প্রধান বন সংরক্ষক কি সিএসসি এর সভাপতির কাছে নির্দেশনা পত্র দিবেন?		
প্রশ্ন ১০	রক্ষিত এলাকায় অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষার জন্য কি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পরিদর্শনে যাবেন?		

প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিখন যাচাই পত্র (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম : ....

প্রতিষ্ঠানের নাম: .... তারিখ : ....

কর্ম এলাকার নাম: .... সময় : ১০ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্ন দিন)

নং	প্রশ্ন	প্রশিক্ষণ পরবর্তী	
		হ্যাঁ	না
প্রশ্ন ১	প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের সুশাসনের উন্নতি সাধন কি ক্রেল প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম?		
প্রশ্ন ২	ইকোট্যুরিজম কি শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করলেই হয় ?		
প্রশ্ন ৩	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে পর্যটকের সংখ্যা কি কম থাকে?		
প্রশ্ন ৪	রক্ষিত এলাকায় প্রদর্শন ও তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৫	রক্ষিত এলাকা প্রদর্শনকালীন সময় অতিরিক্ত খাবার বন্যপ্রানীকে দেয়া যাবে কি?		
প্রশ্ন ৬	পরিবেশবান্ধব পর্যটনে ইকোগাইডের প্রয়োজন আছে কি?		
প্রশ্ন ৭	আপনাদের এলাকাটি কি পরিবেশবান্ধব পর্যটনের জন্য উপযুক্ত?		
প্রশ্ন ৮	রক্ষিত এলাকা থেকে অর্জিত আয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি?		
প্রশ্ন ৯	রক্ষিত এলাকা থেকে ফি সংগ্রহের জন্য প্রধান বন সংরক্ষক কি সিএসসি এর সভাপতির কাছে নির্দেশনা পত্র দিবেন ?		
প্রশ্ন ১০	রক্ষিত এলাকায় অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষার জন্য কি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পরিদর্শনে যাবেন ?		

প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন (নমুনা)

প্রশিক্ষণের নাম : ....

প্রশিক্ষণার্থীর নাম : .... তারিখ : ....

প্রতিষ্ঠানের নাম: .... পদবী : ....

কর্ম এলাকার নাম: .... সময় : ০৫ মিনিট

(সঠিক উত্তরের ঘরে √ চিহ্নদিন)

নং	বিষয়	ভালভাবে	মোটামুটি	মোটেইনা
১	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে			
২	প্রশিক্ষকের সহায়তা প্রদান সহজ ছিল			
৩	প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা			
৪	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে			
৫	প্রশিক্ষণের উপকরণ গুলো ঠিকমত পাওয়া গিয়েছে			
৬	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো সময় উপযোগী ছিল			
৭	কর্মক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবেন			
৮	প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল	১. ২. ৩.		
৯	প্রশিক্ষণের যেসব আলোচ্য বিষয়গুলো আগে থেকে জানা ছিল	১. ২. ৩.		
১০	মন্তব্য			

সমাপ্ত